Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বৌদ্ধধর্ম ও ইসলাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফরোজা আক্তার

রোলঃ ২১৫০০১৪২১

১০ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বৌদ্ধধর্ম ও ইসলাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফরোজা আক্তার

রোলঃ ২১৫০০১৪২১

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বৌদ্ধধর্ম ও ইসলাম" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফরোজা আক্তার, আইডিঃ ২১৫০০১৪২১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বৌদ্ধধর্ম ও ইসলাম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

আফরোজা আক্তার

আইডিঃ ২১৫০০১৪২১

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
সূচনা	৫
বৌদ্ধধর্মের পরিচিত	৬
গৌতমবুদ্ধের পরিচিতি	৭
বুদ্ধের দর্শন	৮
নির্বান	৯
বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি	১০
বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ	১২
দাওয়াহ দেওয়ার পদ্ধতি	১৪
ইসলাম ও বৌদ্ধধর্ম	২৬
উপসংহার	৩১
তথ্যসূত্র	৩২

সূচনা

আল্লাহ সুব. এর কাছে একমাত্র গ্রহনযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম। এছাড়া আর কোনো ধর্ম আল্লাহ গ্রহন করবেন না। কিন্তু এরপরও আমরা অনেক ধর্ম দেখতে পাই যেখানে তারা বিভিন্ন মতবাদ ও মুর্তি পুজা করে থাকে। গৌতম বুদ্ধের আনীত তেমনই একটি ধর্ম হলো বৌদ্ধধর্ম। যেখানে সৃষ্টিকর্তার কোনো ধারনাই নেই কিন্তু এখন বুদ্ধকেই তারা সৃষ্টিকর্তা বানিয়ে পুজা করে। তাদের জীবনের মূল লক্ষ চাহিদাকে নিয়ন্ত্রন করে দুখ থেকে মুক্তি পাওয়া।

বৌদ্ধধর্মের পরিচিত

বৌদ্ধধর্ম একটি ভারতীয় ধর্ম বা দার্শনিক ঐতিহ্য। এটি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ধর্ম যার অনুসারী সংখ্যা ৫২০ মিলিয়নেরও বেশি বা বৈশ্বিক জনসংখ্যার ৭ শতাংশের অধিক এবং তারা বৌদ্ধ হিসেবে পরিচিত। বৌদ্ধধর্ম বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক চর্চাকে ধারণ করে যেগুলো মূলত সিদ্ধার্থ গৌতমের মৌলিক শিক্ষা ও এর ব্যাখ্যাকৃত দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এটি খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ ও ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রাচীন ভারতে একটি শ্রমণ ঐতিহ্য হিসেবে উৎপত্তিলাভ করে এবং এশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধধর্মের তিনটি প্রধান বিদ্যমান শাখা সাধারণত পণ্ডিতদের দ্বারা স্বীকৃত: থেরবাদ, মহাযান ও বজ্রযান।

বুদ্ধের চার আর্যসত্য মোতাবেক বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য হল তৃষ্ণা বা আসক্তি ও অবিদ্যার ফলে উদ্ভূত দুঃখ নিরসন করা। অধিকাংশ বৌদ্ধ ঐতিহ্য নির্বাণলাভের মাধ্যমে অথবা বোধিসত্ত্বকে অনুসরণপূর্বক সংসার তথা মৃত্যু ও পুনর্জন্মচক্রের অবসান ঘটিয়ে স্বতন্ত্র সত্তাকে অতিক্রম করার ওপর জোর দিয়ে থাকে। বৌদ্ধ চিন্তাধারাগুলোতে তাদের মোক্ষলাভের উপায়ের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ধর্মসম্মতি এবং তাদের নির্দিষ্ট শিক্ষা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপিত অনুশীলনগুলোর মধ্যে রয়েছে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নেওয়া, নৈতিকতা, ভিক্ষুত্ব, ধ্যান এবং পারমিতার চর্চা।

থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কম্বোডিয়া, লাওস, মায়ানমার ও থাইল্যান্ডে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়। মহাযান বৌদ্ধধর্ম—পুণ্যভূমি, জেন, নিচিরেন, শিঙ্গোন ও তিয়ান্তাই ঐতিহ্য যার অন্তর্ভুক্ত—মূলত পূর্ব এশিয়া জুড়ে পাওয়া যায়। বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম—যা ভারতীয় মহাসিদ্ধদের তন্ত্রসাধনা ও শিক্ষা দ্বারা উদ্ভূত—একটি পৃথক শাখা অথবা মহাযান বৌদ্ধধর্মের একটি ধারা হিসেবে বিবেচিত হয়। তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম—যা অষ্টম শতাব্দীর ভারতের বজ্রযান শিক্ষাবলিকে ধারণ করে—হিমালয় অঞ্চল, মঙ্গোলিয়া ও কালমিকিয়াতে চর্চিত হয়।

গৌতম বুদ্ধের পরিচিতি

উত্তর-পূর্ব ভারতের কপিলাবস্তু নগরীর ক্ষত্রিয় রাজা শুদ্ধোধন এর পুত্র ছিলেন সিদ্ধার্থ (গৌতম বুদ্ধ)। খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে এক শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে লুম্বিনি কাননে (বর্তমান নেপাল) জন্ম নেন সিদ্ধার্থ(গৌতম বুদ্ধ)। তার জন্মের ৭ দিন পর মহামায়া মারা যান। তার জন্মের অব্যাবহিতকাল পর অসিত নামক এক সন্ন্যাসী কপিলাবস্তু নগরীতে আসেন। তিনি সিদ্ধার্থকে দেখে ভবিষ্যৎবানী করেন যে, সিদ্ধার্থ ভবিষ্যতে হয় চারদিকজয়ী (চক্রবর্তী রাজা) রাজা হবেন, নয়ত একজন মহান মানব হবেন। মা মারা যাবার পর সৎ মা মহাপ্রজাপতি গৌতমী তাকে লালন পালন করেন, তাই তার অপর নাম গৌতম। ছোটোবেলা থেকেই সিদ্ধার্থ সব বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন বলে তাকে সংসারী করানোর লক্ষ্যে ১৬ বছর বয়সে রাজা শুদ্ধোধন যশোধরা (যিনি যশ ধারণ করেন) মতান্তরে যশোধা বা গোপা দেবী নামক এক সুন্দরী রাজকন্যার সাথে তার বিয়ে দেন। রাহুল নামে তাদের একটি ছেলে সন্তান হয়। ছেলের সুখের জন্য রাজা শুদ্ধোধন চার ঋতুর জন্য চারটি প্রাসাদ তৈরি করে দেন। কিন্তু উচুঁ দেয়ালের বাইরের জীবন কেমন তা জানতে তিনি খুবই ইচ্ছুক ছিলেন। একদিন রথে চড়ে নগরী ঘোরার অনুমতি দেন তার পিতা। নগরীর সকল অংশে আনন্দ করার নির্দেশ দেন তিনি, কিন্তু সিদ্ধার্থের মন ভরল না। প্রথম দিন নগরী ঘুরতে গিয়ে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি, দ্বিতীয় দিন একজন অসুস্থ মানুষ, তৃতীয় দিন একজন মৃত ব্যক্তি এবং চতুর্থ দিন একজন সন্ন্যাসী দেখে তিনি সারথি ছন্দককে প্রশ্ন করে জানতে পারেন জগৎ দুঃখময়। তিনি বুঝতে পারেন সংসারের মায়া, রাজ্য, ধন-সম্পদ কিছুই স্থায়ী নয়। তাই দুঃখের কারণ খুঁজতে গিয়ে ২৯ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। দীর্ঘ ৬ বছর কঠোর সাধনার পর তিনি বুদ্ধগয়া নামক স্থানে একটি বোধিবৃক্ষের নিচে বোধিজ্ঞান লাভ করেন। সবার আগে বুদ্ধ তার ধর্ম প্রচার করেন পঞ্চ বর্গীয় শিষ্যের কাছে; তারা হলেন কৌন্ডিন্য, বপ্প, ভদ্দিয় (ভদ্রিয়), মহানাম এবং অশ্বজিত। এরপর দীর্ঘ ৪৫ বছর বুদ্ধ ভারতের বিভিন্ন স্থানে তার বৌদ্ধ ধর্মের বাণী প্রচার করেন। এবং তার প্রচারিত বাণী ভারত ছাড়াও অন্যান্য দেশেও দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে

খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে তিনি কুশীনগর নামক স্থানে ৮০ বছর বয়সে মৃত্যু বরন করেন। গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত বাণীর মূল অর্থ হল অহিংসা।

বুদ্ধের দর্শন

বুদ্ধের দর্শনের প্রধান অংশ হচ্ছে দুঃখের কারণ ও তা নিরসনের উপায়। বাসনা হল সর্ব দুঃখের মূল। বৌদ্ধমতে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তিই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য- এটাকে নির্বাণ বলা হয়। নির্বাণ শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিভে যাওয়া (দীপনির্বাণ, নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ), বিলুপ্তি, বিলয়, অবসান। কিন্তু বৌদ্ধ মতে নির্বাণ হল সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ। এই সম্বন্ধে বুদ্ধের চারটি উপদেশ যা চারি আর্য সত্য (পালিঃ চত্বারি আর্য্য সত্যানি) নামে পরিচিত। তিনি অষ্টাঙ্গিক মার্গ উপায়ের মাধ্যমে মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

পরকাল

বুদ্ধ পরকাল সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলে গেছেন, পরকাল নির্ভর করে মানুষের ইহ জন্মের কর্মের উপর। মৃত্যুর পর মানুষ ৩১ লোকভুমির যে কোনো একটিতে গমন করে। এই ৩১ লোকভুমি হছে ৪ প্রকার অপায় : তীর্যক (পশু-পাখি কুল), প্রেতলোক (প্রেত-পেত্নী), অসুর (অনাচারী দেবকুল), নরক (নিরয়)। ৭ প্রকার স্বর্গ : মনুষ্যলোক, চতুর্মহারাজিক স্বর্গ, তাবতিংশ স্বর্গ, যাম স্বর্গ, তুষিত স্বর্গ, নির্মানরতি স্বর্গ, পরনির্মিত বসবতি স্বর্গ। রুপব্রম্মভূমি (১৬ প্রকার) = ১৬ প্রকার রুপব্রম্মভূমি । অরুপব্রম্মভূমি (৪ প্রকার) = ৪ প্রকার অরুপব্রম্মভূমি । মোট ৩১ প্রকার । এই ৩১ প্রকার লোকভুমির উপরে সর্বশেষ স্তর হচ্ছে নির্বাণ (পরম মুক্তি) যেমন : ইহজন্মে মানুষ যদি মাতৃহত্যা , পিতৃহত্যা , গুরুজনের রক্তপাত ঘটায় তাহলে মৃত্যুর পর সেই মানুষ চতুর অপায়ে (তীর্যক, প্রেতলোক, অসুর, নরক) জন্মগ্রহণ করে, আর ইহজন্মে মানুষ যদি ভালো কাজ করে তাহলে মৃত্যুর পর সেই মানুষ বাকি ২৭ লোকভূমিতে যেকোনো এক ভূমিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে।

নির্বান

যদিও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পশ্চিমে সবচেয়ে বেশি পরিচিত, বিভিন্ন বৌদ্ধ ঐতিহ্যে বিভিন্ন ধরনের পথ এবং প্রগতির মডেল ব্যবহার করা হয়েছে এবং বর্ণনা করা হয়েছে। যাইহোক, তারা সাধারণত মৌলিক অনুশীলন যেমন শিলা (নীতিশাস্ত্র), সমাধি (ধ্যান, ধ্যান) এবং প্রজ্ঞা (জ্ঞান), যা তিনটি প্রশিক্ষণ হিসাবে পরিচিত। একটি গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত অনুশীলন হল প্রতিটি জীব এবং বিশ্বের প্রতি সদয় এবং সহানুভূতিশীল মনোভাব। কিছু বৌদ্ধ ঐতিহ্যেও গুরুত্বপূর্ণ, এবং তিব্বতি ঐতিহ্যে দেবতা ও মন্ডলগুলির দৃশ্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বৌদ্ধ ঐতিহ্যে পাঠ্য অধ্যয়নের মূল্যকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করা হয়। এটি থেরবাদের কেন্দ্রীয় এবং তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যখন জেন ঐতিহ্য একটি অস্পষ্ট অবস্থান নেয়। বৌদ্ধ চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হল মধ্যপথ (মধ্যমপ্রতিপাদ)। এটি ছিল বুদ্ধের প্রথম ধর্মোপদেশের একটি অংশ, যেখানে তিনি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উপস্থাপন করেছিলেন যা ছিল তপস্বীবাদের চরমতা এবং হেডোনিস্টিক ইন্দ্রিয় আনন্দের মধ্যে একটি 'মধ্যম পথ'।বৌদ্ধধর্মে, হার্ভে বলেছেন, পুনর্জন্ম ব্যাখ্যা করার জন্য "নির্ভরশীল উদ্ভূত" (শর্তযুক্ত উদ্ভূত, প্রতিত্যসমুৎপাদ) মতবাদটিকে 'মধ্যম উপায়' হিসাবে দেখা হয় ' এই মতবাদের মধ্যে যে একটি সত্তার একটি "স্থায়ী আত্মা" পুনর্জন্মের সাথে জড়িত (অনন্তবাদ) এবং "মৃত্যু চূড়ান্ত এবং পুনর্জন্ম নেই" (বিনাশবাদ)।

প্রাথমিক গ্রন্থে মুক্তির পথ

মুক্তির পথের (মার্গ) একটি সাধারণ উপস্থাপনা শৈলী প্রাথমিক বৌদ্ধ পাঠ্য মতে "স্নাতক আলোচনা", যেখানে বুদ্ধ ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ দেন।প্রারম্ভিক গ্রন্থে, ক্রমিক পথের অসংখ্য ভিন্ন ক্রম পাওয়া যায় .বিভিন্ন বৌদ্ধ বিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল ব্যবহৃত উপস্থাপনাগুলির মধ্যে একটি হল আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, বা "সম্ভ্রান্তদের আটফোল্ড পথ" (Skt. *āryāṣṭāṅgamārga*)। এটি বিভিন্ন বক্তৃতায় পাওয়া যেতে পারে, সবচেয়ে বিখ্যাত ধম্মাচক্র প্রবর্তন সুত্ত (ধর্ম চাকা কে ঘুরিয়ে দেওয়ার দেশনা)।

বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি

চতুরার্য সত্য- গৌতম বুদ্ধ দ্বারা প্রচারিত চারটি শ্রেষ্ঠ সত্য এবং তার প্রধান জ্ঞান দর্শন। এই চারটি সত্য

দুঃখ

দুঃখ সমুদয়: দুঃখের কারণ

দুঃখ নিরোধ: দুঃখ নিরোধের সত্য

দুঃখ নিরোধ মার্গ: দুঃখ নিরোধের পথ

অষ্টাঙ্গিক মার্গ গৌতম বুদ্ধ দ্বারা বর্ণিত দুঃখ নিরোধ মার্গ বা দুঃখ নিরসনের উপায় এটি বৌদ্ধধর্মের মূলকথা চতুরার্য সত্যের চতুর্থতম অংশ।

সম্যক দৃষ্টি, (সম্যক ধারণা বা চিন্তা) (Right View),

সম্যক সংকল্প, (Right Resolve),

সম্যক বাক্য, (Right Speech),

সম্যক আচরণ, (Right Action),

সম্যক জীবিকা (জীবনধারণ), (Right Livelihood),

সম্যক প্রচেষ্টা, (Right Effort),

সম্যক স্মৃতি (মনন), (Right Mindfulness),

সম্যক সমাধি (একাগ্রতা) (Right *Samadhi*/Concentration)।

এই আটটি উপায়কে একত্রে বলা হয় আয্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যার দ্বারা জীবন থেকে দুঃখ দূর করা বা নির্বাণ প্রাপ্তি সম্ভব। এই আয্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের উপর ভিত্তি করেই বৌদ্ধ ধর্মে দশ শীল, অষ্টশীল এবং পঞ্চশীলের উৎপত্তি। অষ্টাঙ্গিক মার্গকে বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তি বলা যায়, যা মধ্যপথ নামে অধিক পরিচিত।

ত্রিশরণ মন্ত্র

আর্যসত্য এবং অষ্টবিধ উপায় অবলম্বনের পূর্বে ত্রিশরণ মন্ত্র গ্রহণ করতে হয়। এই

মন্ত্রের তাৎপর্য:

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি - আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। বোধি লাভ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বুদ্ধত্ব মানে পূর্ণ সত্য, পবিত্রতা, চরম আধাত্মিক জ্ঞান।

ধম্মং শরণং গচ্ছামি - আমি ধর্মের শরণ নিলাম। যে সাধনা অভ্যাস দ্বারা সত্য লাভ হয়, আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ বিকাশ হয় তাই ধর্ম।

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি - আমি সঙ্ঘের শরণ নিলাম। যেখানে পূর্ণ জ্ঞান লাভের জন্য ধর্মের সাধনা সম্যক্ ভাবে করা যায় তাই সঙ্ঘ।

আরও আছে বুদ্ধের ৯ গুণ,ধর্মের ৬ গুণ,সংঘের ৯ গুণ।

বুদ্ধের ৯ গুণ

ইনি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ

শীল

শীল অর্থ নিয়ম বা নীতি।বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারে ভিক্ষু,শ্রমণ,গৃহী বা সাধারণ মানুষদের জন্য শীল রয়েছে।এই শীল পালন করা একান্ত নিজের উপর নির্ভরশীল।

পঞ্চশীল বা পাঁচ নীতি:

বুদ্ধ প্রবর্তিত গৃহী বা সাধারণ মানুষের জন্য।

প্রাণী বা যাদের পাঁচ ইন্দ্রীয় আছে তাদের হত্যা না করা

অদত্ত বস্তু বা পড়ে থাকা কোন বস্তু না নেয়া

কামাচার বা অবৈধ্য সম্পর্ক না করা

মিথ্যা কথা না বলা

সুরা জাতীয় অর্থাৎ মদ,গাঁজা প্রভৃতি সেবন না করা বা না খাওয়া

দুঃখ

বুদ্ধ দুঃখ কি, দুঃখের কারণ, দুঃখ দূর করার উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। তার মতে, জীবন দুঃখপূর্ণ। দুঃখের হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। জন্ম, জরা, রোগ, মৃত্যু সবই দুঃখজনক। মানুষের কামনা-বাসনা সবই দুঃখের মূল। মাঝে মাঝে যে সুখ আসে তাও দুঃখ মিশ্রিত এবং অস্থায়ী। অবিমিশ্র সুখ বলে কিছু নেই। নিবার্ণ লাভে এই দুঃখের অবসান ঘটে। কামনা-বাসনার নিস্তারের মাঝে অজ্ঞানের অবসান ঘটে। এতেই পূর্ণ শান্তি অর্জিত হয়।

বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ

"ত্রিপিটক" বৌদ্ধদের ধর্মীয় গ্রন্থের নাম যা পালি ভাষায় লিখিত। এটি মূলত বুদ্ধের দর্শন এবং উপদেশের সংকলন। পালি তি-পিটক হতে বাংলায় ত্রিপিটক শব্দের প্রচলন। তিন পিটকের সমন্বিত সমাহারকে ত্রিপিটক বোঝানো হয়েছে। এই তিনটি পিটক হলো বিনয় পিটক , সূত্র পিটক ও অভিধর্ম পিটক। পিটক শব্দটি পালি । এর অর্থ - ঝুড়ি, পাত্র , বক্স ইত্যাদি। অর্থাৎ যেখানে কোনো কিছু সংরক্ষণ করা হয়। বৌদ্ধদের মূল ধর্মীয় গ্রন্থ । খ্রীষ্ট পূর্ব ৩য় শতকে সম্রাট অশোক এর রাজত্বকালে ত্রিপিটক পূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হয়। এই গ্রন্থের গ্রন্থনের কাজ শুরু হয়েছিল গৌতম বুদ্ধ এর মহাপরিনির্বানের তিন মাস পর অর্থাৎ খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৪৩ অব্দে এবং সমাপ্তি ঘটে খ্রীষ্ট পূর্ব প্রায় ২৩৬ অব্দে । প্রায় তিনশ বছরে তিনটি সঙ্ঘায়নের মধ্যে এর গ্রন্থায়নের কাজ শেষ হয়।

মহাসাংঘিক ও মূলসর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায় [ভারতের দুটি আদি সম্প্রদায়] বুদ্ধ ও বুদ্ধ শিষ্যের কথোপকথন কে বুদ্ধবচন হিসেবে ধরে থাকে। অপরদিকে ড্যানিয়েল লোপেজের মতে, ঐতিহাসিক গৌতম বুদ্ধ ধর্ম বলতে যা বুঝিয়েছেন এবং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের আদিযুগে সেই সব কথার যতটুকু লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো, সেইটুকুকেই বৌদ্ধবচন হিসেবে ধরা উচিত। কিন্তু বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে বুদ্ধগন, বুদ্ধশিষ্যগন, ঋষিগন

ও দেবগন হলেন বুদ্ধেবচনের প্রেরক তাই এদের বক্তব্যের সূত্রগুলি বুদ্ধবচনের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এই প্রেরিত বানীকে বুদ্ধবচনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

পাশ্চাত্য গবেষকরা কেউ কেউ তাদের গ্রন্থগুলোকে ২ ভাগে ভাগ করেছেন -

১. শাস্ত্র

২. অনুশাসিক গ্রন্থাবলি

আবার কেউ কেউ ৩ ভাগে ভাগ করেছেন -

১. আনুশাসিক

২. বানিজ্যিক

৩. ছদ্ম-আনুশাসিক

অপর একটি মতে দুটি শ্রেনীতে ভাগ করেছেন -

১. বুদ্ধবচন বা গৌতম বুদ্ধের বানী

২. অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ

থেরবাদী বৌদ্ধধর্মে, প্রামান্য বুদ্ধবচন হলো ত্রিপিটক। এটি পালি ভাষায় রচিত, এটি বিদ্যমান আদি বৌদ্ধ আনুশাসিক ধর্মগ্রন্থাবলির মধ্যে প্রাচীনতম ও সম্পূর্নতম। পালি ভাষা হলো থেরবাদ সম্প্রদায়ের পবিত্র ভাষা ও লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা।

পূর্ব এশিয়া বৌদ্ধবচন সুলভ সংস্করন হলো তাইশো

ত্রিপিটক যা সংকলিত হয়েছে চীনা বৌদ্ধ আনুশাসিক গ্রন্থাবলিতে।

চৈনিক বৌদ্ধ প্রবীণ সুয়ান হুয়ার মতে, পাঁচটি সত্ত্বা বৌদ্ধধর্মের সূত্রগুলি বলতে পারেন: একজন বুদ্ধ, বুদ্ধের একজন শিষ্য, একজন দেব, একজন ঋষি বা এই পাঁচজনের একজনের থেকে উদ্ভূত কেউ। তবে এঁদের আগে একজন বুদ্ধের থেকে তাঁর সূত্রের বক্তব্য ধর্মসম্মত কিনা তা পরীক্ষা করিয়ে নিতে হয়। তারপরই এই সূত্রগুলি বুদ্ধবচন

হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। [Husna Hua. The Buddha speaks of Amitabha Sutra: A General Explanation. 2003.]

শিঙ্গোন বৌদ্ধধর্ম এমন একটি ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে যাতে প্রথম দিকের সূত্রগুলি সাক্ষাৎ গৌতম বুদ্ধের বাণী, "একযান" সূত্রগুলিকে সম্ভোঘকায়া বুদ্ধদের বাণী এবং বজ্রযান সূত্রগুলিকে ধর্মকায়া বুদ্ধের বাণী হিসেবে ধরা হয়েছে তিব্বতি বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধবচন হিসেবে যা ধরা হয়, তা সংকলিত হয়েছে কাংয়ুরে। পূর্ব এশীয় ও তিব্বতি বৌদ্ধ আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থগুলি বুদ্ধবচনকে তাদের অন্যান্য প্রামাণ্য সংগৃহীত সংকলন সাহিত্যের সঙ্গে এক করে রাখে। যদিও সাধারণভাবে বুদ্ধবচন কি আর কি নয়, তা পূর্ব এশীয় বৌদ্ধধর্ম ও তিব্বতি বৌদ্ধধর্মে অনেকটাই এক। তিব্বতি কাংয়ুর বিভিন্ন তিব্বতি বজ্রযান বৌদ্ধ শাখার ধর্মগ্রন্থ। এটিতে অন্যান্য সূত্র ও বিনয়ের সঙ্গে তন্ত্রও রয়েছে।

দাওয়াহ দেওয়ার পদ্ধতি

একজন বৌদ্ধ ধমাবলম্বিকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কিছু অনুশীলন।

☸ : ১। একাত্মবাদ

আমি: আসসালামু আলা মানিত্তাবাউল হুদা

সাবিত্রী: নমস্কার ওয়ালাইকুম

আমি: বান্ধবী দেখেছো আজকের দিন টা কত সুন্দর। কি চমৎকার নরম রোদ আর বাতাসে শীতের আমেজ।

সাবিত্রী: হুম আসলেই বেশ সুন্দর আরামদায়ক।

আমি: দেখেছো প্রকৃতিগত সুন্দর একটা সিস্টেম মেইনটেইন করে?

শীতের পর গরম,গরমের পর আবার পর্যায়ক্রমে শীত। একেকটা ঋতুতে একেক ধারা। তোমার কি মনে হয় না, আড়াল থেকে কেউ একজন এগুলোর কলকাঠি নাড়ছে, নিয়ন্ত্রণ করছে?

সাবিত্রী: ঠিক বুঝলাম না...

আমি: মানে,,,তোমার কি মনে হয় না, এই পৃথিবী/ পৃথিবীর বাইরে যা কিছু আছে সব এমনি এমনি হয়ে যায় নি ,, সবকিছুই কেউ না কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে?

সাবিত্রী : হতে পারে ,,,,কনফিউজড!

আমি : তুমি দেখো , প্রতিদিন একই দিকে সূর্য উঠছে আবার একই দিকে (পশ্চিমে) অস্ত যাচ্ছে । আকাশের মেঘ আকাশের ওপরেই থাকছে ,টুপ করে আমাদের মাথায় ভেঙ্গে পড়ছে না । নদীর ঢেউ একই হৃদমে বয়ে চলছে ; পাখিরা ডানা মেলে উড়ে চলে কে তাকে ওরা শেখালো ? আবার দেখো হাস কিংবা হাঁসের ছানা কিভাবে ডিম থেকে ফুটেই সাঁতার কাটে? কে তাকে সাঁতার শেখালো ? আমরা মানুষরা হাঁটাচলা করি, কথা বলি ,,,কে আমাদের হাটতে শেখালো? আমাদের কথা বলতে শেখালো? শব্দ উচ্চারণ করা শেখালো বলতো??

সাবিত্রী : উমম,,,,প্রকৃতিগতভাবে ,,,?

আমি : এই প্রকৃতিকে কে? কে তাকে সৃষ্টি করলো? প্রকৃতি মানে কি শুধুই গাছপালা আকাশ মাটি ? যদি তাই হয় ,,,,এগুলোকে সৃষ্টি করল কে? নিয়ন্ত্রণ করে কে??

সাবিত্রী : এভাবে ভেবে দেখিনি ,,,।

আমি : এভাবেই তো ভাবতে হবে বোন ! খুব বিচক্ষণতার সাথে চিন্তা করলে দেখা যায় এইসব কিছুর পেছনে আছেন একজন, তিনিই আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামিন ।।

তিনি বলেন

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۵﴾

আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান। সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৫

اَللّٰهُ الَّذِیۡ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیۡرِ عَمَدٍ تَرَوۡنَهَا ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ وَ سَخَّرَ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ ؕ کُلٌّ یَّجۡرِیۡ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ یُدَبِّرُ الۡاَمۡرَ یُفَصِّلُ الۡاٰیٰتِ لَعَلَّکُمۡ بِلِقَآءِ رَبِّکُمۡ تُوۡقِنُوۡنَ ﴿۲﴾

আল্লাহ, যিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ উঁচু করেছেন যা তোমরা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন। এর প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন। আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যাতে তোমাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হতে পার। সুরা রা'দ, আয়াত ২

وَ هُوَ الَّذِیۡ مَدَّ الۡاَرۡضَ وَ جَعَلَ فِیۡهَا رَوَاسِیَ وَ اَنۡهٰرًا ؕ وَ مِنۡ کُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِیۡهَا زَوۡجَیۡنِ اثۡنَیۡنِ یُغۡشِی الَّیۡلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّتَفَکَّرُوۡنَ ﴿۳﴾

و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهرا و من کل الثمرت جعل فیها زوجین اثنین یغشی الیل النهار ان فی ذلک لایت لقوم یتفکرون ﴿۳﴾

আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন। আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি

রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয় যে কওম চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। সুরা রা'দ, আয়াত ৩

বিষয় ২: মূর্তি পূজা

আমি: সাবিত্রী জানো,,? তোমরা যার পূজা করো ভক্তি কর সেই গৌতম বুদ্ধও কিন্তু মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন।

সাবিত্রী :তাই নাকি ?

আমি: বুদ্ধু নিজেকে কখনোই ঈশ্বর অবতার বা উপাস্য রূপে উপস্থাপন করেননি। তিনি কোন দেবদেবীর উপাসক ও ছিলেন না। তিনি ছিলেন মূলত একজন সত্যান্বেষী মানুষ জীবনের অর্থ ও তাৎপর্য কে খুঁজেছেন তিনি । অতঃপর মানুষকে সরল, অনারম্বর জীবন যাপনের দীক্ষা প্রদান করেছেন ।নিশ্চিত ভাবে বুদ্ধ ছিলেন তার নিজের বা যে কোনো মূর্তি নির্মাণের এবং চিত্রাংকনের বিরোধী।

সাবিত্রী : এ ব্যাপারে প্রমাণ দিতে পারো?

আমি : অবশ্যই ,ইন শা আল্লাহ! বুদ্ধ নিজেই সুস্পষ্টভাবে তা নিষেধ করে গেছেন। তিনি বলেন, তার মৃত্যুর পর তাকে যেন কোনরূপ মূর্তি বানিয়ে বা চিত্র এঁকে উপস্থাপন না করা হয় (দীঘা নিকায়া)।

"Due to the statement of the Master in the Dighanikaya disfavouring his repressentation in human form after the extinction of body, relucatance prevailed for some time." Also "Hinayanis opposed image worship of the Master due to canonical restrictions."

R.C. Sharma ; in "The art of Mathura, India" Tokyo National Museum 2002

সাবিত্রী: তবে যে ,আমরা দেখতে পাই বুদ্ধের মূর্তি দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মস্থানগুলো ভরে ফেলা -এটা কিভাবে হলো?

আমি: বৌদ্ধ ধর্মে প্রথম পূজা শুরু হয় ভাস্কর্যের নামে - মূর্তির নামে নয়।

সাবিত্রী : ভাস্কর্যের নামে ?সেটা কিভাবে??

আমি: সেই ভাস্কর্য আসলে আগে ছিল স্তুপ, ঢিবি বা গাদা । বুদ্ধের মৃত্যুর পর তার দেহাবশেষ এটি সরল স্তুপ আকারে সমাধিস্ত করার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু সমাধি স্তুপের ওপর কোন সৌধ নির্মাণ করতে বলেননি , স্তুপ পূজা করার কোন অনুমতিও তিনি দেননি । বলা হয়ে থাকে, তার মহাপরিনির্বানের পর দেহাবশেষ ৮ ভাগ করে স্তূপ আকারে আটটি পৃথক অঞ্চলে সমাধিস্থ করা হয়। প্রথমদিকে শুধুই শ্রদ্ধার সাথে তার কথা স্মরণ করার জন্য মানুষ এই সমাধিগুলোতে গিয়েছে। কিন্তু কালক্রমে রীতিমতো আচার অনুষ্ঠানসহ স্তুপ পূজা শুরু হয়ে যায় । আর তা কেবল ওই আটটি স্থানে সীমাবদ্ধ থাকেনি , নানা অঞ্চলে নতুন নতুন স্তূপ এবং স্তুপ কে কেন্দ্র করে জৌলুস পূর্ণ সৌধ তৈরি করে বৌদ্ধরা এসবের পূজায় লিপ্ত হয়েছে ।

সাবিত্রী : এগুলো কি তোমার কথা? প্রমাণ দিতে পারবে??

আমি : না ,আমার কথা নয় । তবে প্রমাণ দিতে পারব, ইন শা আল্লাহ্ ।

ডক্টর প্রণব বড়ুয়া একজন স্বনামধন্য বৌদ্ধ পন্ডিত । তিনি তার বই "বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি"- এ পৃষ্ঠা নং ১৭৫ এ লিখেছেন ,

"বৌদ্ধ স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন হলো বৌদ্ধস্তূপ। বুদ্ধের অস্থি বা ব্যবহৃত বস্তু রক্ষা করার জন্যই প্রথমে স্তুপ এর পরিকল্পনা করা হয়। বৌদ্ধরা স্তুপ কে পবিত্র মন্দিরের ন্যায় মনে করত এবং পরবর্তীকালে তারা স্তুপ কে বন্দনা এবং পূজা অর্চনা করতে শুরু করে।"

আরো আছে - বুদ্ধের প্রথম নরত্বরোমূলক উপস্থাপনার বা মূর্তির হাদিস পাওয়া যায় গ্রিক উপনিবেশিক শহর ' আলাসান্ড্রায়'(বর্তমানে তা কাবুলের উত্তরে অবস্থিত) । গ্রীক -বৌদ্ধ শাসনআমলে, যার সূচনা হয়েছিল ১৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ।এই মূর্তি নির্মাণের পেছনে ছিল তাদের বৌদ্ধ ধর্ম বরনের পূর্ববর্তী গ্রিক সংস্কৃতির প্রভাব। তারাই প্রথম বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণের উদ্যোগ নেয় ,যা তারা করেছিল তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের সূর্য দেবতা অ্যাপোলো অথবা ইন্দো- গ্রীক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাকট্রিয়র প্রথম দেমত্রিয়স এর শারীরিক গঠন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে। এভাবে তারাই প্রথম মূর্তির মাধ্যমে বুদ্ধের একটা ভৌত বৈশিষ্ট্য গঠন করে ।

মূলত: দুই কাধ ঢাকা কাপড় পরিহিত বুদ্ধের যে মূর্তি আমরা দেখতে পাই তা প্রাচীন গ্রিক -রোমান সাম্রাজ্যের পরিহিত এক ধরনের গ্রিক ঐতিহ্যগত পোশাক টোগা ও হিমাশনের সমতুল্য বলে অনেক ইতিহাসবেত্তা মনে করেন ।এছাড়া বুদ্ধের কোকড়ানো চুল এবং উষ্ণিষ (মাথার উপর ডিম্বাকৃতি চুলের ঝুটি) মূলত ভাস্কর্য বেলভেদের অ্যাপেলো এর অনুকরণে রূপায়িত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

(গ্রিক -বৌদ্ধ অন্তক্রিয়া উইকিপিডিয়া, বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস)

সাবিত্রী :এরপর?

আমি : এরপরই আসলে বুদ্ধমূর্তি তৈরির চল শুরু হয়ে যায়। অথচ এই বিষয়ে বুদ্ধের নিজেরই স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ছিল।

প্রথম বুদ্ধ মূর্তি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে নোবেল চৌধুরী প্রজ্ঞা লিখেছেন -"বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠে জানা যায় একসময় রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধকে প্রশ্ন করেছিলেন,- 'ভগবান আপনার অবর্তমানে কাকে পূজা করলে আপনার পূজা হবে?'

বুদ্ধ প্রতুত্তরে ভাষণ করেছিলেন-' আমার অবর্তমানে বধির বৃক্ষকে পূজা করলে আমার পূজা হবে।' তখনও ভগবান বৌদ্ধ মূর্তি নির্মাণে মত দেননি।"

কিংবদন্তি অনুসারে, গৌতম বুদ্ধ তিন মাসের জন্য তাবতিংসে তার মা ও ঋদ্ধিমান দেবতাদের অভিধর্ম দেশনা করতে গিয়েছিলেন ।এদিকে বুদ্ধের অবর্তমানে বুদ্ধ ভক্ত

রাজা প্রসেনজিৎ একটি চন্দন কাঠের বুদ্ধমূর্তি তৈরি করে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। বুদ্ধের আগমনের সাথে সাথে সেই মূর্তিটি সরিয়ে নেয়া হয়। (বুদ্ধমূর্তি সাম্য মৈত্র জানুয়ারি ৫ ২০১৮)

তাহলে মূল কথা হলো ,,গৌতম বুদ্ধ যে বৌদ্ধ ধর্ম রেখে গিয়েছিলেন -তা ছিল মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে। তিনি তার মূর্তি নির্মাণ বা চিত্রাঙ্কনে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা দিয়ে গেছেন, পূজা তো বহু দূরের কথা। তার মহা পরিনির্মাণের অনেক পরে তার সমাধিস্থল ভ্রমণকারী মানুষ স্তুপপূজা শুরু করেন এভাবেই ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ ধর্মে মানুষ মূর্তি পূজা শুরু হয় ।

বিষয়৩ : রিসালাত

আমি: জানো সাবিত্রী,, তোমাদের ধর্মগ্রন্থে আমাদের শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলা আছে? তুমি কি তা জানো ??

সাবিত্রী: তাই?? তুমি কিভাবে জানো? আমাকে বলো?

আমি : প্রায় সব বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে আছে ভবিষ্যতে একজন মায়েত্রি আসবেন ,আর চিপকমতি সিংঘনাথ সুকান্তার "ডি ১১১৭৬" এ বলা হয়েছে - "আর একজন বুদ্ধ আসবেন তার নাম মায়িত্রী। যিনি পবিত্র ,যিনি সবার উপরে, যিনি আলোক প্রাপ্ত ,খুব জ্ঞানী আর বিনয়ী । যিনি মঙ্গলজনক ,যার রয়েছে বিশ্ব জগতের জ্ঞান । তিনি অলৌকিকভাবে যে জ্ঞান আরোহন করবেন সেটা পুরো পৃথিবীতে প্রচার করবেন। তিনি একটা নতুন ধর্ম প্রচার করবেন যে ধর্মটা শুরুতে গৌরবময় থাকবে, চরম সময়ে গৌরবময় থাকবে এবং শেষ সময়ও গৌরবময় থাকবে। তিনি একটা জীবন দর্শন প্রচার করবেন, যেটা হবে সত্য এবং পুরোপুরি সঠিক। তার সাথে থাকবে কয়েক হাজার সন্ন্যাসী।"

সাবিত্রী : আর??

আমি : এই কথাটা আরো বলা হয়েছে-"সেকেন্ড বুক অফ ইস্ট এর ৩৫ নম্বর খন্ডের ২৩৫ পৃষ্ঠায়। বলা হয়েছে- "একজন মায়েত্রী আসবেন যার কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুন থাকবে। তিনি হাজার হাজার মানুষকে নেতৃত্ব দিবেন, যেখানে আমি নেতৃত্ব দিয়েছি মাত্র কয়েকশো মানুষকে।"

আরো আছে- "গোস্তল্ অফ বুদ্ধায় " ২১৭ ও ২১৮ নম্বর পৃষ্ঠায় -আনন্দ বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন,' হে আশীর্বাদ প্রাপ্ত, আপনি যখন চলে যাবেন, কে আমাদেরকে পথ দেখাবেন? গৌতম বুদ্ধ উত্তরে বললেন 'আমি এই পৃথিবীতে প্রথম বুদ্ধ নই, এমনকি শেষ বুদ্ধও নই। ভবিষ্যতে এই পৃথিবীতে আরো একজন বুদ্ধ আসবেন, যিনি পবিত্র, সবার উপরে ,যিনি আলোকপ্রাপ্ত, যিনি মঙ্গলজনক, যার রয়েছে বিশ্বজগতের জ্ঞান। তিনি প্রচার করবেন একটা ধর্ম, যে ধর্ম শুরুতে গৌরবময় থাকবে , চরম সময়ে গৌরবময় থাকবে ,এমন কি শেষ সময়েও গৌরবময় থাকবে। তিনি যে ধর্ম প্রচার করবেন তার ভিত্তি হবে সত্য ।আর সেটাই হবে সঠিক জীবন দর্শন। আর তার থাকবে হাজার হাজার শিষ্য । "

বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দ তাকে প্রশ্ন করল -' আমরা তাকে কিভাবে চিনবো ?বুদ্ধ উত্তর দিলেন,-' সেই লোকের নাম হবে মায়েত্রী ।"

সাবিত্রী : মায়েত্রী ??

আমি: হুম ,, মায়েত্রী। মায়ত্রি অর্থাৎ ক্ষমাশীল ,স্নেহময় ,দয়ালু ,করুণাময়। এই শব্দটার আরবী করলে হবে" রহমা "।আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন –

وَ مَآ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا رَحۡمَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۰۷﴾

আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।

সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াত ,

এই রহমত এর সমর্থক শব্দ ক্ষমা যা পবিত্র কুরআনে আছে সব মিলিয়ে ৪০৯ বার আর কোরআনের প্রত্যেক সূরার (শুধুমাত্র সূরা তওবা বাদে) শুরুতে আছে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'। যার অর্থ- "পরম করুণাময় ,অসম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু "।

বলা যায় ,তোমাদের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থে যে মায়েত্রী নামে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন আমাদের নবী মুহাম্মদ সাঃ । তিনি ছিলেন আলোকপ্রাপ্ত। যখন ওহি নাজিল হতো, তিনি উজ্জ্বল হতেন।

সাবিত্রী : ওহী কি ?

আমি : ওহী হচ্ছে আল্লাহর বাণী । যখন ফেরেশতা জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীর কাছে তা নিয়ে আসতেন, নাজিলের সময় তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম উজ্জ্বল হতেন ।

তোমাদের ধর্মে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আরো ভবিষ্যৎবাণী আছে সিক্রেট বুক অফ ইস্টের ১১ নং খন্ডের ৩৬ নং পৃষ্ঠায় মহাপারনির্বাণ সত্তা এর ২ নং অধ্যায়ের ৩২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে ,

"গৌতম বুদ্ধের ক্ষেত্রে তার কোন গুপ্ত অথবা প্রকাশ্য শিক্ষা ছিল না। তিনি বলেন- "হে আনন্দ তথাগতরা অথবা শিক্ষকেরা মুঠোবদ্ধ করে রাখবে না ; জ্ঞানটা নিজের কাছে রাখবে না, এটা প্রচার করতে হবে।"

আর এদিকে দেখো -আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী হিসেবে যা পেয়েছিলেন, তা সঙ্গে সঙ্গে সবার কাছে প্রচার করেছেন। তার সাহাবাগণ কে বলেছেন "এগুলো মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখোনা, এগুলো প্রচার করো।" আর বৌদ্ধ ধর্মের ভবিষ্যৎ বাণীতে বলা হয়েছে, এখানে প্রকাশ্য বা গুপ্ত কিছুই নেই সবকিছুই প্রকাশ করতে হবে।

তোমাদের ধর্মগ্রন্থে আরো বলা হয়েছে- সিক্রেট বুক অফ ইস্টের ১১ নং খন্ডের ৯৭ নং পৃষ্ঠায় - মহাপরিনির্বাণ সত্তা ৫ নং অধ্যায়ের ৩৬ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,, গৌতম বুদ্ধের যেমন পরিচারক ছিল,(প্রধান শিষ্য আনন্দ) একইভাবে মায়েত্রিরও এক পরিচালক থাকবে। ইতিহাস থেকে, সিরাত থেকে আমরা জানতে পারি যে ,নবীজি

সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর একজন সাহাবী ছিল -যার নাম ছিল আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু । তাকে তার বাবা-মা আট বছর বয়সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর হাতে তুলে দেন। তার বাবা মা বলেছিলেন," হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি আমার ছেলেকে আপনার পরিচারক হিসেবে গ্রহণ করুন"। আর হযরত আনাস(রা) বলেছেন নবীজি তাকে দেখতেন তার নিজের ছেলের মতই। তিনি সবসময়ই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছায়ার মত লেগে থাকতেন ।এই দিক থেকে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তুলনা করা যায় আনন্দের সাথে ।

সাবিত্রী : আনন্দের সাথে ? কিভাবে??

আমি : তুমি তো জানো ,যখন একটা পাগলা হাতি গৌতম বুদ্ধের দিকে তেড়ে আসছিল তখন আনন্দ বুদ্ধের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একইভাবে হযরত আনাস(র)ওহুদের যুদ্ধের সময় যখন তার বয়স ১১ বছর, সেই যুদ্ধে যখন শত্রুরা নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কে ঘিরে ফেলল তখন তিনি নবীজি পাশে ছিলেন । হুনায়নের যুদ্ধে তার বয়স যখন ষোলো বছর শত্রুপক্ষের তীরন্দাজরা যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কে ঘিরে ফেললে তখনও তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে আড়াল করেছিলেন । নবীজি সাল্লাল্লাহু সালামকে আগলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাকে আনন্দের সাথে তুলনা করা যায়।

এরপর আরো আছে, গোষ্তল অফ বুদ্ধাতে ২১৪ নং পৃষ্ঠায় -

" এই মায়েত্রির ৬ টা গুন থাকবে -

১ .তিনি আলোপ্রাপ্ত হবেন রাতের বেলায়।

২. আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি উজ্জ্বল হবেন ।

৩. তিনি স্বাভাবিকভাবে মারা যাবেন।

৪. তিনি রাতের বেলায় মারা যাবেন।

৫.মারা যাবার সময়ও তিনি উজ্জ্বল হবেন। ৬. তিনি মারা যাবার পর এই পৃথিবীতে তাকে আর স্ব শরীরে দেখা যাবে না।

সাবিত্রী : গুণগুলো দিয়ে কি প্রমাণ হয়?

আমি: বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণে জানা যায়, এই ছয়টা গুণাবলী পাওয়া যায় শুধুমাত্র আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর বেলায় ।

সাবিত্রী: বুঝিয়ে বল।

আমি: বলছি। আমরা জানি যে, নবীজি সাঃ প্রথম ওহী পেয়েছিলেন রাতের বেলায়। পবিত্র কুরআনের সূরা দুখানের ২ ও ৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿٢﴾ وَالۡكِتٰبِ الۡمُبِيۡنِ ۙ সুস্পষ্ট কিতাবের কসম!

﴿٣﴾ اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِىۡ لَيۡلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنۡذِرِيۡنَ নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি বরকতময় রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।

এছাড়াও সূরা কদরের এক নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,"

﴿١﴾ اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِىۡ لَيۡلَةِ الۡقَدۡرِ ۚ

নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে নাযিল করেছি মহামান্বিত রাতে" । সুরা কদর আয়াত ১

এরপরে আছে, তিনি উজ্জ্বল হবেন। আমরা জানি যে ,ওহী নাযিলের সময় আমাদের নবী উজ্জ্বল হয়েছিলেন, আলোকিত হয়েছিলেন। তিন নম্বরে বলা হয়েছে ,তিনি স্বাভাবিকভাবে মারা যাবেন। আমাদের নবীজিও স্বাভাবিক অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। চার নাম্বারে বলা হয়েছে, তিনি রাতের বেলায় মারা যাবেন। আমাদের নবীজিও রাতের শেষে ইন্তেকাল করেছেন। এরপর আরো বলা হয়েছে তিনি মারা যাওয়ার সময় উজ্জ্বল হবেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,"

" নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের সময় খুব উজ্জ্বল ছিলেন"।

শেষটা হল ,তার ইন্তেকালের পরে তাকে আর দেখা যাবে না। আমরাও জানি যে, নবীজি(সা)কে স্বশরীরে আর কোনদিন দেখা যাবে না , মদিনায় তার রওযা রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের উল্লেখ করা এ সকল কথা শুধুমাত্র আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলাতেই খাটে।

এছাড়াও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে, দ্য সিক্রেট বুক অফ ইস্ট এর ১০ নং খন্ডের ৬৮ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে -"তথাগতরা শুধু প্রচার করবে অর্থাৎ যে বুদ্ধ আসবেন তারা শুধু প্রচার করবেন"। আর আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বলেছেন ,

فَذَكِّرْ ۗ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾

অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র।

সূরা গসিয়ার ২১ নং আয়াত

এছাড়াও সিক্রেট বুক অফ দা ইস্ট এর ১০ নং খন্ডের ৬৭ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,"

" স্বর্গে যেতে হলে তোমার ভালো কাজ গুলোর প্রয়োজন হবে "

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ,

وَ الْعَصْرِ ۙ﴿١﴾

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۙ﴿٢﴾

اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

সময়ের কসম, নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। (সূরা আসর: ১ থেকে ৩)

এখানে ভালো কাজ গুলো কি কি সেটা বলেছেন, যা আমাদের জান্নাত অব্দি পৌঁছে দেবে ।এখানে হক এর পথে থাকার কথা, হক প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, যেটা অনেকটা বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায়নিষ্ঠতার মত। এগুলো ছাড়াও ধর্ম পটে উল্লেখ করা আছে- " মাত্তারসুক্তা ১৫১ " এখানে সর্বশেষ বুদ্ধ বা মায়েত্রীর বর্ণনা দেয়া আছে। যিনি হবেন মানবজাতির প্রতি করুণা, তিনি হবেন ভদ্র, তিনি হবেন মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত, তিনি হবেন দয়ালু, আর তিনি হবেন সত্যবাদী। আর এই প্রত্যেকটি কথাই খাটে আমাদের চূড়ান্ত ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বেলায়। যিনি এই বিশ্বের জন্য রহমতুল্লাহ আল আমিন হিসেবে এসেছেন ।আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন এইভাবে

هُوَ الَّذِیۡ بَعَثَ فِی الۡاُمِّیّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِهٖ وَ یُزَکِّیۡهِمۡ وَ یُعَلِّمُهُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَةَ * وَ اِنۡ کَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ۙ﴿۲﴾

তিনিই উম্মীদের* মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল। (সূরা আল জুমুআহ, আয়াত ২)

قُلۡ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ اِلَیۡکُمۡ جَمِیۡعَا الَّذِیۡ لَهٗ مُلۡکُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ یُحۡیٖ وَ یُمِیۡتُ ۪ فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهِ النَّبِیِّ الۡاُمِّیِّ الَّذِیۡ یُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَ کَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوۡهُ لَعَلَّکُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ ﴿۱۵۸﴾

বল, ‘হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে। (সুরা আল আরাফ আয়াত ১৫৮)

ইসলাম ও বৌদ্ধধর্ম

১. ইসলাম অর্থ শান্তি। তবে শুধু শান্তি পালন করাই আমাদের ধর্মের মূল উদ্দেশ্য নয়। ইসলাম ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ সুব. জীন ও মানুষকে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (বাইয়্যিনা, আয়াত ৫)

অপরদিকে আমরা বৌদ্ধ ধর্মে দেখতে পাই সেখানে নির্দিষ্ট কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। এই ধর্মে সৃষ্টিকর্তা আছে কি নাই তা স্পষ্ট নয় কেননা এই ধর্মে সৃষ্টিকর্তা আছে এটাও বলা নেই আবার সৃষ্টিকর্তা নেই এটাও বলা নেই।

২. ইসলামে মূর্তি পূজার কোনো স্থান নেই। আল্লাহ সুব. বলেন –

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নেই।(Al-Ikhlas 112:4)

কোনো কিছুর আকৃতিকে ইবাদত করা ইসলামে অনেক বড় অপরাধ।

অপরদিকে বৌদ্ধ ধর্মে যেহেতু সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কোনো ধারনাই নেই। তাই মূর্তি পূজা করাও কোনো কারন নেই। মিলিন্দ প্রশ্নে ভন্তে নাগসেন বলেছেন। বৌদ্ধরা কোনো দেব-দেবীর পূজা করে না। কারণ বুদ্ধের নয়গুণ, ধর্মের ছয় গুণ ও সঙ্ঘএর নয়গুণ বন্দনা করার সময় আমরা বৌদ্ধরা উচ্চারণ করি "নাথি মে সারাণাং আয়াং বুদ্ধ মে , ধম্ম মে, সঙ্ঘ মে সারাণাং বারাং, এতেনা সচ্চজজেন হোতু তে জয়মংগলং"। এর অর্থ হল বুদ্ধের শরণ, ধর্মের শরণ, সঙ্ঘের শরণ ব্যতিত আমার আর কোনো শরণ নেই, এই সত্য বাক্যের প্রভাবে আমার জয় ও মঙ্গল হোক। সুতরাং যারা বুদ্ধের অনুসারী হয়ে অন্য কোনো দেব-দেবীর পূজা করে তারা তা নিজের ইচ্ছায় করে।

৩. রাসূল সা: এর উপর দীর্ঘ ২৩ বছরে আল্লাহ সুব. এর পক্ষ থেকে কুরআন নাযিল হয়েছে। যাতে রয়েছে আমাদের জন্য সকল সমস্যার সমাধান। আর রাসূল সা: আমাদের জন্য অনুকরনীয় তার প্রত্যেকটা কথা, কাজ, মৌন সম্মতি, আদেশ, নিষেধ সবকিছু মুসলিমরা অনুকরন করে।

অপরদিকে বৌদ্ধধর্মে গৌতম বুদ্ধ ধ্যানের মাধ্যমে এমন একটা ধর্ম আনলেন যেখানে মানুষের কল্যান-ই মূল কথা। এখানে ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু অতি-ভক্তির কারনে তারা এখন গৌতম বুদ্ধকে-ই পুজা করতে শুরু করেছে। যা গৌতম বুদ্ধ করেননি এবং করার জন্য নির্দেশও দেননি কিন্তু তাদের যুক্তি হলো - “বুদ্ধ ধর্মের

মহামঙ্গল সূত্রের ২য় লাইনে বলা হয়েছে যে "মূর্খের সেবা না করা, পন্ডিতের সেবা করা, পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা উত্তম মঙ্গল"। বুদ্ধ ধর্ম অনুযায়ী মাতা-পিতা, গুরুজন, শিক্ষা গুরু, দীক্ষা গুরু, তথাগত বুদ্ধ, অতীত বুদ্ধ, ভবিষ্যত বুদ্ধ, ভিক্ষু সঙ্ঘ, বুদ্ধের চৈত্য, বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থান পূজার যোগ্য। সুতরাং, বুদ্ধের মূর্তি পূজা করা বৌদ্ধ ধর্ম মতে বৈধ। আর পূজা করার উদ্দেশ্য এই নয় যে কোনো মনস্কামনা পূরণ করার জন্য বৌদ্ধরা বুদ্ধের মূর্তির পূজা করে। বুদ্ধের মূর্তিকে পূজা করা মানে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শন করা। আর বুদ্ধকে, ধর্মকে ও সঙ্ঘকে পূজা করার অনেক পদ্ধতি আছে। এর মধ্যে এই পদ্ধতির প্রচলন বেশি। কিন্তু ত্রিপিটকে বলা আছে যে "বুদ্ধানুবুদ্ধা পটিপত্তিয়া, ধম্মানুধম্মা পটিপত্তিয়া, সঙ্ঘানুসঙ্ঘা পটিপত্তিয়া বুদ্ধাং পূজেমি, ধম্মাং পূজেমি, সঙ্ঘাং পূজেমি"। অর্থাৎ, বুদ্ধ কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করে, ধর্মকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করে, সঙ্ঘকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করে আমি বুদ্ধকে, ধর্মকে, সঙ্ঘকে পূজা করতেসি। এটাই বৌদ্ধ ধর্ম মোতাবেক শ্রেষ্ঠ পূজা। কিন্তু যেহেতু বৌদ্ধরা প্রাত্যহিক জীবনে অনেক সময় ত্রিপিটকের এই লাইন অনুযায়ী নিয়ম পালন করতে পারেন না তাই তারা বুদ্ধ মূর্তিকে পূজা করে থাকেন।"

এখানে পুজা করার কথা বলা হয়েছে কিন্তু তার মূর্তি বানিয়ে পূজা করার কথা বলা হয়নি। এরপএ ত্রিপিটকে যদিও পূঙ্খানুপুঙ্খ তাকে অনুসরন করার কথা বলা হয়েছে তবুও তারা এটা না করে নিজেদের ইচ্ছেমতো বুদ্ধের মূর্তি পূজাকেই বেছে নিয়েছে।

৪. মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ যেভাবে নাযিল হয়েছে আজও অবিকল একই রকম রয়েছে এর একটি অক্ষরও পরিবর্তন হয়নি।কুরআন আমাদের কাছে দুই ভাবে পৌছেছে - মৌখিকভাবে, লিখিতভাবে। আল্লাহ সুব. জিবরাইল আ: এর মাধ্যমে রাসূল সা: এর অন্তরে অবতীর্ন করেছেন, রাসূল সা: থেকে শুনে সাহাবীরা মুখস্থ করেছেন এবং অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত রাসূল সা: কে তারা সেটি শুনিয়েছেন। পরবর্তীতে সাহাবীরা তাদের পরবর্তীদের একইভাবে শিখিয়েছেন এবং এই ধারাবাহিকতায় বিশুদ্ধভাবে কুরআন আমাদের কাছে এসেছে।

লিখিতভাবে, রাসূল সা: এর উপস্থিতিতে বিচ্ছিন্নভাবে কুরআন লিখা হয়েছে, আবু বকর রা: তা একত্রিত করেছেন, উসমান রা: মুসহাফ আকারে সংকলন করেছেন, পরবর্তীতে উলামা কেরাম এ সম্পর্কে অনেক কিতাব লিখেছেন।

আর এই সবকিছুই বিশুদ্ধভাবে একেক ধাপ পেরিয়ে আমাদের কাছে এসেছে।

অপরদিকে, বৌদ্ধধর্মের মূল গ্রন্থ ত্রিপিটক। থেরবাদীদের যুক্তিতে ভিক্ষুসংঘরা ত্রিপিটক রক্ষাকারী হলেও মহাযানীরা বলেন ত্রিপিটক রক্ষাকারীনি হচ্ছে বিদ্যাদেবী "স্বরসতী"।এবংকি তারা এই বিদ্যাদেবী স্বরসতীকে আরাধনা বা পূজাও করেন।

বুদ্ধের জীবদ্দশায় ত্রিপিটক লিখা হয়নি। বুদ্ধের মৃত্যুর পর যখন তার বানী বিলীন হওয়ার আশংকা দেখা দেয় তখন গৌতম বুদ্ধ এর পরিনির্বানের তিন মাস পর অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে এই গ্রন্থের গ্রন্থনের কাজ শুরু হয়েছিল এবং সমাপ্তি ঘটে খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ২৩৬ অব্দে।

৪৮৩ খ্রীস্টপূর্ব এক সভার(সংগীতি) আয়োজন করা হয়, সেখানে বুদ্ধ শিষ্য আনন্দের নেতৃত্বে সংগৃহীত হয়েছিলো ধর্মাংশ(সূত্রপিটক) এবং উপালির নেতৃত্বে বিনয়াংশ (বিনয় পিটক) সংগৃহীত হয়েছিলো।

মহাসাঙ্গিকরা দশ বথুনির নিয়ম আনে বুদ্ধের মৃত্যুর ১০০ বছর পর। এই কারনে দ্বিতীয় সভা(সঙ্গীতি) আয়োজিত হয় যেখানে থেরবাদীরা তা বাতিল করে দেয়।

বুদ্ধদের মধ্যে ভোগবাদতা বৃদ্ধি হওয়ায় খ্রিস্টপূর্ব ২৫৮ অব্দে ৩য় সভা আয়োজিত হয় এই সময় সূত্র পিটককে সূত্র পিটক ও অভিধর্ম পটক নামে দুইভাগে ভাগ করা হয়।

প্রায় তিনশ বছরে তিনটি সঙ্ঘায়নের মধ্যে এর গ্রন্থায়নের কাজ শেষ হয়।

খ্রীষ্ট পূর্ব ৩য় শতকে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ত্রিপিটক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত হয়।

৫. ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা নিছক কোনো মতবাদ না। এতে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সকল ব্যাপারেই স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া রয়েছে। আলাহ তা'য়ালা বলেন - আপনি বলে দিনঃ আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন একাগ্রচিত্ত ইব্রাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম। সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। (আন-আম, ১৬১)

অপরদিকে, গৌতম বুদ্ধ কোনো ধর্মের প্রবর্তন করেননি। তিনি হিন্দুদের এতো অন্যায় অনাচার দেখে ঘর ছেড়ে মানুষের কল্যানের চিন্তায় তার মতবাদ মানুষের নিকট প্রচার করেন। বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় যা ছিল শুধুমাত্র নীতি। যারা শিষ্য ছিল তাদেরকে বলা হত বুদ্ধ নীতির অনুসারী। বুদ্ধ নিজে বলে যাননি নীতিগুলোকে ধর্মে রূপ দিতে। মহাপ্রয়াণের আগে শিষ্যদের বলে গিয়েছিলেন মঙ্গলের জন্য যা যা দরকার হয় করতে। বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় তার নীতিগুলো সবাই বিকৃতভাবে পালন করা শুরু করে দিয়েছে । তখন তাঁর শিষ্যরা সিদ্ধান্ত নেয় মহাসংগীতি করে সবগুলো বাণী এবং নীতি কে একীভূত করার। এই নীতি বা বাণীগুলো একীভূত করে ত্রিপিটক না বানালে এবং বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের পর উনার মূর্তি গুলো না বানালে পরবর্তী কয়েকশ বছরের মধ্যেই সব কিছু বিলীন হয়ে যেত। । আমার মতে এই জায়গা থেকেই বুদ্ধ প্রচারিত বাণীগুলো ধর্মে রূপ লাভ করে এবং গৌতম বুদ্ধকে ধর্ম প্রচারক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করানো হয়।

সত্য চেনার উপায়

আমরা যে যেই ধর্মের অনুসারীই হই না কেনো আমাদের উচিত আমাদের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। খুটিনাটি ব্যাপার গুলো নিয়ে জ্ঞানী লোকদের কাছ থেকে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেওয়া, আমি যে কাজটি করেছি এটা কি আমাদের ধর্মে এভাবেই বলা হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। নয়ত দেখা যাবে ধর্মের বাইরেও আমরা অনেক কিছু পালন করি যা আমার ধর্মের সাথে কোনো সম্পর্কও নেই। এবং

তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য ধর্ম গুলো সম্পর্কেও জানা এতে আমার ধর্ম যদি সঠিক হয় তাহলে আমার বিশ্বাস আরো জোড়ালো হবে আর যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে তা থেকেও বের হয়ে আসতে পারবো। যারা মূর্তি পূজা করে তারা যদি তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে জানতো কিভাবে সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করবো তাহলে তারা কখনোই মুর্তিপুজা করতো না কারন কোনো ধর্মগ্রন্থেই মুর্তিপূজার কথা বলা হয়নি। কিন্তু তারা মূল ধর্মগ্রন্থ বাদ দিয়ে পরবর্তীতে যারা এসে ধর্মকে বিকৃত করেছেন তাদের আদেশ পালন করাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

উপসংহার

বৌদ্ধধর্ম আসলেই ধর্ম কিনা তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া ধর্মের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। আর এই ধর্মে সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে কিছুই বলা নেই। নিজের চাহিদা কে নিয়ন্ত্রণ করে সকল দুখ থেকে মুক্তি পাওয়াই এই ধর্মের আসল উদ্দেশ্য। হয়ত হিন্দুধর্মের থেকে প্রভাবিত হয়ে অথবা অতিভক্তির কারনে তারা বুদ্ধের মুর্তি বানিয়ে তাকেই পুজার আসনে বসিয়ে পুজা করা শুরু করেছে যা এই ধর্মের সাথে একেবারেই বিপরীত। বর্তমানে, মূলত বুদ্ধের পুজা করাটাই তাদের প্রধান কাজ যদিও যুক্তি দেওয়ার সময় তারা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে পুজা করে না এই যুক্তি দেখায়। বুদ্ধ নিজে কখনো তাকে পুজা করার কথা বলেনি। তবে তাদের গ্রন্থে গুরুজনদের পুজা করার কথা রয়েছে কিন্তু মূর্তি বানিয়েই যে পুজা করতে হবে এমনটা নেই বা এখানে পুজা বলতে সম্মান করাও বোঝানো হতে পারে। যাই হোক, মূলকথা হলো ইবলিস মানুষকে এভাবেই ধোকা দিয়ে থাকে প্রথমে তাদেরকে ওয়াসওয়াসা দেয় মৃত জ্ঞানীদের মূর্তি বানানোর জন্য যাতে তাদের কথা স্বরণ করা যায়, পরবর্তী প্রজম্ম কে ওয়াসওয়াসা দেয় আরো ভক্তি দেখিয়ে মূর্তিগুলো পুজা শুরু করতে। আর এভাবেই শির্ক এর সূচনা হয়। আল্লাহ সুব. আমাদেরকে সকল প্রকার শির্ক থেকে বেচে থাকার তৌফিক দান করুন, আমাদের হেদায়েত দান করুন । এবং অমুসলিম ভাই-বোনদের অন্তরে ইসলামের নূর পৌছে দিন। আমিন।

তথ্যসূত্র

https://bn.wikipedia.org/wiki/

https://www.gotquestions.org/Bengali/Bengali-buddhism.html

https://www.adda247.com/bn/jobs/buddhism/

https://studybuddhism.com/bn/uccatara-siksa/itihasa-ebam-sanskrti/baud-dhadharma-ebam-isalama/baud-dhadharma-o-isalamera-madhye-ki-kona-sadrsya-ache

https://bn.quora.com

https://www.miliknowledge.in/2023/06/blog-post_24.html

https://www.hadithbd.com/quran/

https://nivvanatv.net/বুদ্ধ-মূর্তি-সাম্য-মৈত্র

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111557290/